বাসনার আচ্ছাদক নিজ অর্থাৎ অসাধারণ পাদপল্লব সমর্পণ করিয়া থাকেন, যে চরণমাধুর্য্য আস্বাদন করিলে অন্য সমুদয় কামনার প্রতি তুচ্ছবুদ্ধি আসে, সেই আস্বাদন দানে সকাম ভক্তকেও কৃতার্থ করিয়া থাকেন। এই প্রমাণে কামনা-বাসনা বুকে লইয়াও শ্রীভগবানকে ভক্তি করিলে তিনি যে বাঞ্ছাতিরিক্ত ফলদানে কৃতার্থ করিয়া থাকেন—তাহাই দেখান হইল। নাভি মহারাজ যে ভক্তি প্রভাবে শ্রীঋষভদেব নামক ভগবানকেও পুত্র-রূপে লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীগীতাকেও উল্লেখ আছে—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥

এই নিষ্কাম ভক্তিযোগের প্রারম্ভের নাশ নাই এবং কোনও বিঘ্নও থাকে না। এই ভাগবতধর্ম্মের অল্পমাত্র অনুষ্ঠানের দ্বারাই মহাভয়রূপ সংসার হইতে রক্ষা পাওয়া যায়॥ ২১৮॥

সেই কর্ম্মার্পণের প্রকারটি শ্রীল দেবর্ষি নারদ ১।৫।৩ অধ্যায়ে তিনটি শ্লোকে প্রতিপাদন করিয়াছেন। ব্রহ্মণ হে বেদব্যাস! আধ্যাত্মিক, আদিদৈবিক, আধিভৌতিক—এই তাপত্রয়ের সুচিকিৎসা সেই চাতুর্ম্মাস্যবাসী পরমহংসগণ এইরূপ সূচনা করিয়াছেন। কি সূচনা করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন—শ্রীভগবানে যে কর্ম্ম সমর্পিত হয়, সেই কর্ম্ম সমর্পণই ভব-রোগের সুচিকিৎসা। সেই ভগবান কি প্রকার—তাহারই পরিচয় তিনটি বিশেষণ দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন। স্বয়ং ভগবান্ স্বরূপ ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ বলিয়া যিনি সকলের অংশী, সেই ভগবানেই কর্ম্ম সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। যে শ্রীভগবান কোনও অংশের দ্বারা জীবপ্রকৃতিনিয়ন্তা বলিয়া ঈশ্বর অর্থাৎ পরমাত্ম শব্দের বাচ্য, কোনও স্বরূপভূত বিশেষের অভিব্যক্তি নাই বলিয়া, যে শ্রীভগবান কেবল চিন্মাত্র সত্ত্বারূপে প্রতিপাদিত হন বলিয়া ব্রহ্ম সংজ্ঞায় অভিহিত, সেই স্বয়ং ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ করিলে ভবরোগের সুচিকিৎসা হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই মূল শ্লোকে ঈশ্বর, ভগবান্ এবং ব্রহ্ম—এই তিনটি পদ উল্লেখ করিয়াছেন। এখন আপত্তি এই যে—যে কর্ম্ম দেহ-দৈহিক সুখ সঙ্কল্প লইয়াই উৎপত্তি হয়, সঙ্কল্প ভিন্ন যে কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তিরই উদগম্ হয় না, সেই সংসারের হেতুরূপ কর্ম্মের কেমন করিয়া তাপত্রয় নিবৃত্তির হেতুত্ব থাকিতে পারে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—সামগ্রীভেদে সম্ভবপর হইতে পারে।

আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥ ২২০॥